সুখের কথা—বিম্বপ্রতিবিম্ব। আবার, আমার জীবনের কত বড় ফাঁকি তোমাদের আনন্দ জোগাচ্ছে, তা জেনে লাভ কি? তোমার প্রিয়ার কাঁকনের সোনা কতটা আগুনে পুড়ে তবে তার হাতে মানিয়েছে, সে খবরে কাজ কি? —বিম্বপ্রতিবিম্ব।

অতিসুন্দর এই উদাহরণটি।

(xi) "তাদের তরাতে চাব্‌কানো ছাড়া অন্য উপায় কই?···
ফুলের বরাত খুলে,—
মাল্যরচনে বেছে বেছে তুলে চড়ালে সূচীর শূলে।
বেঁচে যায় চন্দন,—
ক্ষয়রোগ বরি' তিলে তিলে মরি' রচি' পরপ্রসাধন।"
—যতীন্দ্রনাথ।

(xii) "একাকী গায়কের নহে তো গান,
গাহিতে হবে দুইজনে;
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্মর ফুটে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "গঙ্গা আর রামায়ণ—কোন্ কীর্ত্তি বঙ্গে বরণীয়?
আকাশের চন্দ্রসূর্য্য, কারে রাখি কারে দিব ছাড়ি?"
—যতীন্দ্রমোহন।

(xiv) "মনোভাব
যতক্ষণ মনে থাকে, দেখায় বৃহৎ;
কার্য্যকালে ছোট হ'য়ে আসে। বহু বাষ্প
গ'লে গিয়ে এক ফোঁটা জল।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xv) "অমিতা: তোমার কিছু ক্ষতি নাই, মোরে যদি দাও
এতটুকু ভালবাসা·····
সমুদ্র কি রিক্ত হয়ে যাবে—আমি যদি এক মুঠো ফেনা নিয়ে যাই?"
—বুদ্ধদেব।

['মেঘনাদবধ' কাব্যের ভূমিকায় দৃষ্টান্তের উদাহরণরূপে দীননাথ উদ্ধৃত করেছেন—

"যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্র গজ-ইন্দ্ররিপু ;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্র-বৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ **অরি**।"—এখানে **দৃষ্টান্ত তো নয়ই** ; বরঞ্চ যা (নিদর্শনা) হ'তে পারত, তাও হয় নাই ; কারণ উপমেয়-উপমান এখানে বিম্বপ্রতিবিম্ব নয়, মাত্র বস্তুপ্রতিবস্তু (স্থূলাক্ষর অর্থাৎ 'সিন্ধু-অরি' অংশটি ছাড়া, যেহেতু ওখানে উক্ত সম্বন্ধদুটির একটিও নাই)। তবু, প্রতিবস্তূপমা হয় না, এরা একবাক্য ব'লে ('যে বিধি' ও 'তাঁর' এদের একবাক্যগত করেছে।)]

(xvi) "**অঙ্কুর তপনতাপে যব জারব**
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিফলে গোঁয়ায়ব
কি করব সো পিয় নেহে॥"—বিদ্যাপতি।

(xvii) "তব যোগ্যা কন্যা মোর, তারে লহ তুমি।
সহকার মাধবিকালতার আশ্রয়।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xviii) "আঁধারে ফুটিল আলোকদীপ্তি—কাঁটায় কনকফুল,
অন্ধ অকূল সিন্ধুর পারে দেখা দিল উপকূল,
মৃত্যুকপিশ মূর্ছিত মুখে ফুটিল প্রাণের হাসি,
পাপের চক্ষে সহসা উঠিল পুণ্যের জ্যোতি ভাসি!
উলু উলু উলু দে' রে পুরনারী, ওরে তোরা শাঁখ বাজা
অন্ধকারায় জনমিল আজ মুক্তিদেশের রাজা।"—যতীন্দ্রমোহন।

—কংসকারায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। **মালাদৃষ্টান্ত।**

(xix) "হোমারের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্য-রচনার যে আদর্শটা আছে, যেহেতু তা সার্বভৌমিক, এইজন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীককাব্য প'ড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী ; কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার ক'রে নিতে বাধা পায় না।"—রবীন্দ্রনাথ।

১১। নিদর্শনা

যে অলঙ্কারে **দুটি 'বস্তু'র 'অসম্ভব' বা 'সম্ভব' সম্বন্ধ** ব্যঞ্জনায় বস্তুদুটির মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্বভাব অর্থাৎ উপমেয়-উপমানভাব দ্যোতিত করে, তার নাম **নিদর্শনা**।

এই অলঙ্কারটির সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বুঝবার আছে। একে একে সব বলছি। তাই ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে অলঙ্কারটি কঠিন। কঠিন মোটেই নয়। আমাদের সকল যুগের বাঙলা সাহিত্যে, এমন কি মধ্যবিংশ-শতাব্দীর এই প্রখর আলোর যুগেও, কি গদ্যে কি পদ্যে, নিদর্শনার প্রয়োগ এত বেশী যে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। কথাগুলি বলি একে একে।

প্রথম—**'বস্তু'** মানে যে বাক্যের, উপবাক্যের, পদগুচ্ছের বা পদের অর্থ, এ তো আগেই বলেছি ; তবু আর একবার মনে করিয়ে দিলাম। **নিদর্শনায় 'বস্তু' উপবাক্যের, পদগুচ্ছের, বা পদের অর্থ। নিদর্শনা একবাক্যের অলঙ্কার, দুই স্বাধীন বাক্যের নয়।**

দ্বিতীয়—**'বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ'** মানে **কবির যা মূল বর্ণনীয় বিষয়, যাকে আমরা আলঙ্কারিক ভাষায় বলি 'প্রকৃত', তার সঙ্গে কবির যা বর্ণনীয় নয় তবু আনা হয়েছে অলঙ্কারসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেই 'অপ্রকৃতে'র সম্পর্ক।**

তৃতীয়—**'অসম্ভব সম্বন্ধ'** মানে **সেইরকম সম্পর্ক যা লোকের পরিচিত নয় ব'লে সহজস্বীকৃতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।**

চতুর্থ—**'সম্ভব সম্বন্ধ'** হ'ল **সেই সম্পর্ক যা লোকের সংস্কারের মধ্যে বর্ত্তমান থাকায় সহজেই স্বীকৃত হয়।**

পঞ্চম—বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ অসম্ভবই হোক আর সম্ভবই হোক, সূক্ষ্ম দৃষ্টির আলোকে বস্তুদুটির মধ্যে আবিষ্কৃত হয় একটা সাম্য (ঔপম্য, সাদৃশ্য)।

অসম্ভব সম্বন্ধের নিদর্শনাতেই সৌন্দর্য্য বেশী। আমাদের সাহিত্যে (সংস্কৃতেও) **এইভাবের নিদর্শনাই অজস্র।**

(ক) অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধের নিদর্শনা :

(i) "রাই কিশোরীর **রূপগুণ হরে**
আমার কিশোরী বধূ।"—মোহিতলাল।

—এখানে 'আমার কিশোরী বধূ'-র 'রূপগুণ'-বর্ণনা একটি **বস্তু**—কবির মূল বর্ণনীয় এইটিই, তাই **প্রকৃত**, অতএব **প্রকৃত বস্তু**। অলঙ্কারসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে 'রাই কিশোরীর রূপগুণ', এটি দ্বিতীয় বস্তু—**অপ্রকৃত বস্তু**। কিন্তু দুটির **সম্বন্ধ** স্থাপিত হয়েছে **'হরে'** এই ক্রিয়াপদটির দ্বারা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, **এক কিশোরীর রূপগুণ আর-এক কিশোরীর পক্ষে হরণ করা কি সম্ভব? তা যখন নয়, তখন 'হরে' ক্রিয়াপদটির দ্বারা 'কিশোরী বধূর রূপগুণ' বস্তুটির সঙ্গে 'রাই কিশোরীর রূপগুণ' বস্তুটির যে সম্বন্ধ ঘটানো হয়েছে, তা অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ।**

এই অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের দ্যোতনা এই যে কিশোরী বধূ রূপে-গুণে রাই কিশোরীর তুল্য। এরই নাম অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের উপমা-পরিকল্পনা—"অভবন্ বস্তুসম্বন্ধঃ উপমা-পরিকল্পকঃ" ('কাব্যপ্রকাশে' মম্মটভট্ট)।

(ii) "চাঁপা কোথা হ'তে এনেছে **হরিয়া** অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া?"

—রবীন্দ্রনাথ।

মন্তব্য ঃ হরণ বা চৌর্য্যক্রিয়ার দ্বারা অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের নিদর্শনাসৃষ্টি এদেশের সুপ্রাচীন প্রথা। 'অলঙ্কারসর্ব্বস্ব'-ব্যাখ্যায় জয়রথদত্ত উদাহরণ :

'লক্ষ্মী যে মত্তমাতঙ্গের গতিটি **চুরি** ক'রে আনলেন নিজের চরণে, এটা কি প্রশংসার কথা?'

("পাদদ্বন্দ্বস্য মত্তেভগতিস্তেয়ে তু কা স্তুতিঃ?")

মনে রাখতে হবে যে **'অসম্ভব' বা 'সম্ভব' বিশেষণপদ ; কিন্তু 'বস্তু'র নয়, বস্তু 'সম্বন্ধের'** বিশেষণ। এই কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান্।

(iii) **"হাওয়ায় হাজার সাপের হিম-ছোবল, কানের দুপাশে অগণন শিস্"**। —সন্তোষকুমার ঘোষ।

—পশ্চিমে শীতের রাতে উত্তুরে হাওয়ার বর্ণনা। 'হাওয়া'তে সাপের 'হিম-ছোবল' এবং সাপের 'শিস্' (ফোঁসফোঁসানি) **অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ**। সাপের সারা দেহ কনকনে ঠাণ্ডা ব'লে তার ছোবলটিও ঠাণ্ডা, তার সঙ্গে আছে জ্বালা। হাওয়ার তীক্ষ্ণতীব্র স্পর্শ কনকনে ঠাণ্ডা আর জ্বালাকর। সুতরাং দ্যোতনাটুকু এই : **মানুষের সর্ব্বাঙ্গে হাওয়ার তীক্ষ্ণ হিমস্পর্শ একসঙ্গে হাজার সাপের হিম-ছোবলের মতন এবং হাওয়ার শাঁশাঁ শব্দ হাজার সাপের শিসের মতন।** অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের দ্বারা পরিকল্পিত এই উপমার (সাম্যবোধের) জন্য অলঙ্কার **নিদর্শনা**। **'হাওয়া' উপমেয়, ('হাজার) সাপ' উপমান ; হাওয়ার তীক্ষ্ণ তীব্র স্পর্শ ('ছোবল' কথাটার**

ব্যঞ্জনায় লব্ধ) আর 'ছোবল' 'হিম'-বিশেষণের বলে বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। প্রথম উদাহরণটির চেয়ে এটি অনেক বেশী উপভোগ্য, কারণ এখানে ব্যঞ্জনার খেলা বেশী। এমনি আর একটি চমৎকার উদাহরণ :

(iii) **"রায়ের·· বসন্ত-চিহ্নিত হলদে মঙ্গোলীয়ান মুখে চিতাবাঘের হিংস্রতা** হিংস্রতর হ'য়ে উঠেছে—যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু অপেক্ষা করছে তার পিছনে।" —নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্থূলাক্ষর অংশে **নিদর্শনা। মানুষের মুখে চিতাবাঘের হিংস্রতা—অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ। চিতাবাঘের হিংস্রতার মতন হিংস্রতা—পরিকল্পিত উপমা**। শুধু 'বাঘের' বললেই হ'ত ; কিন্তু তা তো নয়, **'চিতা**বাঘের' —ওই যে রায়ের মুখ **'বসন্ত-চিহ্নিত', 'চিতা'-র মুখ না হ'লে বিম্ব-প্রতিবিম্ব হ'ত না যে**—সুন্দর! 'হিংস্রতর' কথাটাকে স্থূলাক্ষরের বাইরে ফেলেছি **'ব্যতিরেক'** অলঙ্কারের লক্ষণ পেয়েছি **ব'লে নয়** ; 'ব্যতিরেক' এখানে নাই। স্বভাব-হিংস্র বাঘ, স্বভাব-হিংস্র 'রায়'। শিকার মুখের কাছে পেলে বাঘ হিংস্রতর হ'য়ে ওঠে ; রায় মুখের কাছে শিকার পেয়েছে—সঙ্গী 'ঘাটে'-কে, তাই রায় বাঘও হ'য়ে উঠেছে হিংস্রতর। এই পর্য্যন্ত নিদর্শনা। 'যেন·····তার পিছনে' উৎপ্রেক্ষা। 'তার' মানে 'ঘাটে'-র।

উপরের তিনটি উদাহরণে, বিশেষ ক'রে শেষের দুটিতে, উপমেয় উপমান সাধারণ ধর্ম্ম পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আছে। এখন যে উদাহরণগুলি দিচ্ছি সেগুলিতে উপমেয়বাক্যাংশ এবং উপমানবাক্যাংশ চেনা খুব কঠিন নয়। আগের মতন এরাও **অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের** উদাহরণ। **এই সম্বন্ধটাই সাহিত্যে আমরা বেশী পাই।**

প্রথমেই ব'লে এসেছি **নিদর্শনা একবাক্যের অলঙ্কার**। আগের উদাহরণতিনটিতে এ লক্ষণের পরিস্ফুট রূপ দেখা গেছে। পরবর্ত্তী উদাহরণ-গুলিকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেব, যাতে পরিস্ফুট একবাক্য, অপরিস্ফুট হ'তে হ'তে শেষে এমন অবস্থায় পৌঁছুবে যে বাক্য একাধিক ব'লে ভ্রান্তি হবে। কিন্তু **বাক্য সকল অবস্থাতেই একটি**।

(iv) "অবরেণ্যে বরি'
কেলিঙ্গু শৈবালে ভুলি' কমলকানন।"—মধুসূদন।

—অবরেণ্য=যা বরণ করার যোগ্য নয়। মধুকবি বরেণ্য মাতৃভাষাকে ঘৃণায় ত্যাগ ক'রে অবরেণ্য পরের ভাষাকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন ; কিন্তু